বাংলাদেশে তথ্য অধিকার ও নারী

সারসংক্ষেপ

THE CARTER CENTER

মানুষের জন্য
manusher jonno

কার্টার সেন্টার-এর

বৈশ্বিক তথ্য অধিকার কর্মসূচি

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার ও নারী

সার সংক্ষেপ

মে ২০১৬

MAKING ALL VOICES COUNT

A GRAND CHALLENGE FOR DEVELOPMENT

Irish Aid

Rialtas na hÉireann

Government of Ireland

THE CARTER CENTER

মানুষের জন্য

manusher jonno

ভূমিকা

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্টার সেন্টারের বৈশ্বিক তথ্য অধিকার কর্মসূচি আমেরিকা, আফ্রিকা, ও চীনে তথ্য অধিকার প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বলবৎকরণে এবং তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার কাজে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখে আসছে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে আমরা তথ্য অধিকার চর্চায় নারীরা সম্ভাব্য যেসব বৈষম্যের শিকার হয় সেগুলো চিহ্নিত করেছি।

যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীদের মতামত, অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত প্রচুর গবেষণা কাজ ও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তথাপি নারীদের সফলতার পেছনে তথ্য অধিকারকে প্রত্যক্ষ নয় বরং পরোক্ষ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নারীদের তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার পুরোপুরি ও কার্যকরভাবে চর্চায় তাদের সক্ষমতার বিষয়টি খেয়াল করলে উল্লেখযোগ্য লিঙ্গ বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এর কারণ লিঙ্গ-সংবেদনশীল নীতি প্রণয়নে ব্যর্থতা, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোতে নারীদের সম্পৃক্ত না হওয়া প্রভৃতি। এছাড়া নারীদের অন্তর্ভুক্ত না করে তথ্য প্রাপ্তির ও তথ্য প্রবাহের সংস্কৃতি, অশিক্ষা, গৃহস্থলীর কাজের চাপ, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিষয়ও তথ্য অধিকার চর্চায় লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

নারীরা পুরুষদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধাসহ (তথ্য পাওয়ার পরিমাণ, তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা, তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সফলতার হার) যথাযথভাবে তথ্য পান না এই অনুসিদ্ধান্ত (হাইপোথিসিস) প্রমাণে *দি কার্টার সেন্টার* একটি পরিমাণগত ও গুণগত গবেষণা শুরু করেছে। গবেষণাটি অনেকগুলো দেশে পরিচালিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে এটি বাস্তবায়ন করছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। গবেষণায় কেবল পুরুষদের সমান সুযোগ নিয়ে নারীদের তথ্য অধিকার চর্চায় সক্ষমতার বিষয়টিই নিরূপণ করা হয়নি, বরং তথ্য প্রাপ্তিতে নারীদের মোকাবেলা করা প্রতিবন্ধকতা এবং নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও তাদের অধিকারের সুরক্ষায় কি ধরনের তথ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফল থেকে কার্টার সেন্টার ও এর সহযোগী মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এবং তথ্য কমিশন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা নারীদের তথ্য প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা ও তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে চর্চায় সহযোগিতা করতে বিভিন্ন সমাধান প্রয়োগের চেষ্টা করবে।

তথ্য পাওয়ার অধিকার কী?

সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় তথ্য পাওয়ার অধিকারকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সারাবিশ্বের শতাধিক দেশের চারশো কোটিরও বেশি মানুষের জন্য এই অধিকারটি চর্চার সুযোগ রয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের আওতায় সাধারণ জনগণ সরকারের কাছে, এবং সরকারি কাজে নিযুক্ত বা সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত তথ্য চাইতে ও পেতে পারে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যা সরকার ও নাগরিক উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা করে। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করলে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ হয় বিধায় সরকারের উপর নাগরিকদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এর ফলে সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা যায় বিধায় সরকারি প্রশাসন যন্ত্র আরো বেশি দক্ষ ও কার্যকর হয়। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের সুফল হিসেবে জনগণের সীমিত সম্পদ যথাযথভাবে বণ্টন ও ব্যবহার করা যায়। এটি বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এছাড়া নাগরিকদেরকে আরো কার্যকরভাবে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সক্ষম করে। সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকারসমূহ বুঝতে সহায়তা করে। এবং সুপেয় পানি, নিরাপদ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিসহ অন্যান্য মানবাধিকার চর্চা নিশ্চিতকরণে তথ্য ব্যবহারে সহায়তা করে। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের কার্যকর ব্যবহার সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সামাজিক সেবাগুলো পৌঁছানোয় ভূমিকা পালন করে, এবং সরকারের সত্যিকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও ব্যক্তিগত অধিকারের সুরক্ষা হয়।

নারীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের তাৎপর্য কি?

আমাদের সমাজে সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই সাধারণত তথ্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকে। এটি আরো বেশি সত্য নারীদের ক্ষেত্রে। যার ফলে অনেক দেশেই জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এই জনগোষ্ঠী পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকে এবং তথ্য প্রাপ্তি থেকে উদ্ভূত নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না। দারিদ্র্যতা ও স্বল্পশিক্ষা নারীদের মধ্যেই বেশি, এবং নারীরা দুর্নীতিরও অন্যতম ভুক্তভোগী। তথ্য প্রাপ্তি এ সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণে নারীদের জন্য একটি উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।

নারীদেরকে প্রায়শই সংসারের আয়-উপার্জন এবং পরিবারের দেখাশোনা - এই দুটি দায়িত্বই পালন করতে হয়। দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী (দৈনিক ১ ডলার বা তারো কম উপার্জনকারী) ব্যক্তিদের অধিকাংশই নারী। এছাড়া নারীদের উপার্জনের সুযোগও পুরুষদের চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কৃষিকাজই নারীদের আয়-উপার্জনের অন্যতম ক্ষেত্র। বাংলাদেশের ৬৪ ভাগ নারী কৃষিকাজে নিযুক্ত। তথাপি, একই কাজের জন্য নারীরা কর্মস্থল ভেদে পুরুষদের চেয়ে ৪ থেকে ২১ ভাগ মজুরী কম পায়। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের নিবন্ধনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও, দেশটিতে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা এখনো সার্বজনীন নয়। প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের বৈষম্য এখনো প্রকট, বিশেষ করে অস্বচ্ছল পরিবারগুলোতে। এছাড়া মেয়েদের জন্য শিক্ষার গুণগত মানও ছেলেদের সমরূপ নয়। নারীদের কাছে কার্যকর তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা ছাড়া সুস্বাস্থ্যের অধিকার, সহিংসতা ও দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তির অধিকারের মতো মৌলিক অধিকারগুলো সবাই পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে না। প্রকৃত অর্থে তথ্য প্রাপ্তি নারীদের জন্য একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা তাদেরকে তাদের জীবন, পরিবার ও সমাজকে পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করে।

Women drying paddy for husking at Sherpur.
Photo: Golam Rahman

এক কথায়, তথ্য প্রাপ্তির ফলে:

নারীরা শিক্ষা, ফসল উৎপাদন, ভূমির মালিকানা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি বিষয়ে আরো কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে;

নারীরা তাদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার চর্চায় সমর্থ হয়;

নারীরা সম্পূর্ণরূপে জনজীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে;

সরকারি ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির জবাবদিহিতা আদায় ও দুর্নীতি হ্রাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;

লিঙ্গ বৈষম্য কমে ও ক্ষমতার ভারসাম্য অর্জনে সহায়তা করে; এবং

নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার

বাংলাদেশে ১৯৮০ এর দশকের আগ পর্যন্ত তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের দাবীটি জনপ্রিয়তা পায়নি। ১৯৮০ এর দশক থেকেই সাংবাদিকরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় আরোপিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। যদিও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা পরবর্তীতে ঝিমিয়ে পড়ে এবং ২০০২ সালের আগ পর্যন্ত এটি নিয়ে পুনরায় জোর আলোচনা হয়নি। তার-পর ২০০৬ সালে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' তথ্য অধিকার আইনটির দ্বিতীয় খসড়া প্রকাশ ও বিতরণ করে। কিন্তু এ সময় টানা রাজনৈতিক সংঘর্ষ-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আরোহণ করে এবং তারা ২০০৮ সালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করে। তথ্য মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালে এই অধ্যাদেশটির উপর ভিত্তি করে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের খসড়া নাগরিক সমাজের সহায়তা নিয়ে সামান্য সংশোধনীসহ আইনে পরিণত করে। ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়।

২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনের আওতায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিক যেকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী অনুদানে পরিচালিত বা সরকারি অর্থ ব্যবহারকারি বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইতে পারেন। সংশ্লিষ্ট এসব কর্তৃপক্ষ নাগরিকদেরকে অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে বাধ্য। তবে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীভুক্ত তথ্য এর ব্যতিক্রম। এগুলো মূলত জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংক্রান্ত তথ্য। আইনটি আইন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগসহ সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আইনটিতে আরো রয়েছে যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান (সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) সংশ্লিষ্ট সব তথ্য নাগরিকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ এবং সেগুলো সংরক্ষণ করবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আইনটির বাস্তবায়ন ও বলবৎকরণে একটি তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। আইনের আওতায় একজন নাগরিক কেন তথ্য চাইছেন তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং যে তথ্যটি চাওয়া হয়েছে (যদি সেটি তথ্যের সংজ্ঞায় পড়ে) সেটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদান করতে বাধ্য। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ লিখিতভাবে করতে হবে। এই অনুরোধ ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে বা ইমেইলের মাধ্যমেও করা যাবে। আবেদনের জবাব প্রদান, তথ্য

ACCESS TO INFORMATION ENABLES WOMEN TO KNOW AND EXERCISE THEIR FULL RANGE OF RIGHTS.

Women gather after a training.
Photo: Shahnaz Karim

যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও কম্পিউটারে সঞ্চিত রাখা, এবং তথ্য কমিশনের আদেশ ও নির্দেশনা অনুসরণের জন্য সকল সরকারি কর্তৃপক্ষকে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আইনটি নতুন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সময় লাগবে। তবে সরকার ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বেশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

IN EXERCISING THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION UNDER THE ACT, CITIZENS DO NOT NEED TO PROVIDE THE AGENCY WITH A REASON FOR THEIR REQUEST.

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে কি-না, থাকলে নারীরা সরকারি তথ্য প্রাপ্তিতে কি কি সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেন তা চিহ্নিত করতে, এবং নারীদের তথ্য অগ্রাধিকার নির্ণয়ে 'দি কার্টার সেন্টার' ও 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালনা করেছে। গবেষণাটির অনুসিদ্ধান্ত (হাইপোথিসিস) হচ্ছে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের মতো সমান সুযোগ পান না (প্রাপ্তির মাত্রা, সহজলভ্যতা ও সফলতার হার বিবেচনায়)। গবেষণাটির আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের মোকাবেলা করা সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকারের সুরক্ষায় কোন কোন তথ্য বিশেষভাবে প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করা।

গবেষণা পরিকল্পনায় তথ্য সংগ্রহ ও উৎসের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য এবং সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য। যেসব ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, কমিউনিটি লিডার এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। প্রাথমিক তথ্য উৎসের মধ্যে এছাড়াও রয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় তথ্য প্রাপ্তির অধিকারটি চর্চার সরেজমিন পর্যবেক্ষণ। গবেষণার পদ্ধতিগত বিচ্যুতি এড়াতে সরেজমিন পর্যবেক্ষণের কাজটি প্রতিটি সংস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দিনে ও সময়ে কমপক্ষে তিনবার পরিদর্শন করা হয়েছে। সেসময়, পর্যবেক্ষণ ছাড়াও গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও তথ্য নিতে আসা "পরিদর্শকের/দর্শনার্থীর " সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। গবেষণা ফলাফলে সাক্ষাৎদাতাদের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির প্রবণতাগুলো (ট্রেন্ড) তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যানগত নমুনায়ন (স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্যাম্পলিং) ছাড়া এটি পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক গবেষণা বলা যাবে না। গবেষণাটি লাইবেরিয়া ও গুয়াতেমালায় করা হয়েছে, এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষে জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে স্থানীয় অংশগ্রহণকারীগণ "গবেষণা ফলাফল পর্যালোচনা সভা"য় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা, মন্তব্য ও সেগুলোর উপর আলোচনা করেছেন। এসব পর্যালোচনা সভায় স্থানীয় অংশগ্রহণকারীগণ গবেষণার ফল তাদের বাস্তবতার সাথে প্রাসঙ্গিক কি-না তা যাচাই করতে পেরেছেন। পাশাপাশি এসব আলোচনা ও মন্তব্য থেকে অতিরিক্ত গুণগত তথ্যও (qualitative information) সংগ্রহ করা গেছে। গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে এবং তথ্যের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ শেষে, গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল বহুপাক্ষিক অংশীজন পর্যালোচনা সভায় প্রকাশ করা হয়। এর ফলে তথ্য ও গবেষণা ফল নিয়ে আলোচনার এবং সমস্যাগুলো সবার অংশগ্রহণে বিবেচনা করার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া এ প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার চর্চায় বৃহত্তর সমতা নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য সমাধান/ সুপারিশও তৈরি করা হয়।

গবেষণার মূল ক্ষেত্রসমূহ

নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গবেষণায় শিক্ষা ও ভূমির মতো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা জানি যে বিশেষ কিছু প্রেক্ষাপটে অন্যান্য বিষয়, যেমন নারীর প্রতি সহিংসতা, স্বাস্থ্য বা বিচার প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় সমান বা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যার ফলে গবেষণাটিতে অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো, বিশেষ করে মৌলিক মানবাধিকারের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো, উঠে আসার সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির থিমে আমরা চারটি আন্তঃসংযুক্ত থিমকে সম্পৃক্ত করেছি এবং পাশাপাশি সাধারণভাবে অধিকার বিষয়ে নারীদের তথ্যের চাহিদা নিরূপণের চেষ্টা করেছি।

উদাহরণ: অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকারের সুরক্ষা বিষয়ক ফোকাস এরিয়া	
শিক্ষা	নারীরা কি শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও স্কুল বাজেট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ শিক্ষা পরিকল্পনা, জনবল, উপকরণ ও কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি বৃত্তি ও শিক্ষার সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
সম্পত্তির অধিকার	নারীরা কি সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত নীতিমালার তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি সম্পত্তি অর্জন বা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন?
	নারীরা কি সম্পত্তির মালিকানার তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
ব্যবসা	নারীরা কি ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করা সংক্রান্ত সরকারি প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি ব্যবসায়ের লাইসেন্স গ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি সরকারি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি সমজাতীয় নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, কর ও আমদানির তথ্য প্রভৃতিসহ বাণিজ্যিক/বাজার সুদের হার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
কৃষি	নারীরা কি পণ্যের দাম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি বীজ ও সার সংশ্লিষ্ট সরকারি-অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি পানি নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
অধিকার	নারীরা কি শ্রম অধিকার, সহিংসতা-মুক্ত বাঁচার অধিকার, স্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কি তাদের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলে কিভাবে কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে হয় সে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে?
	নারীরা কিভাবে/কখন/কোথায় অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে সে-সংক্রান্ত উন্মুক্ত তথ্য/পরিসংখ্যান কি সংগ্রহ করতে পারে?

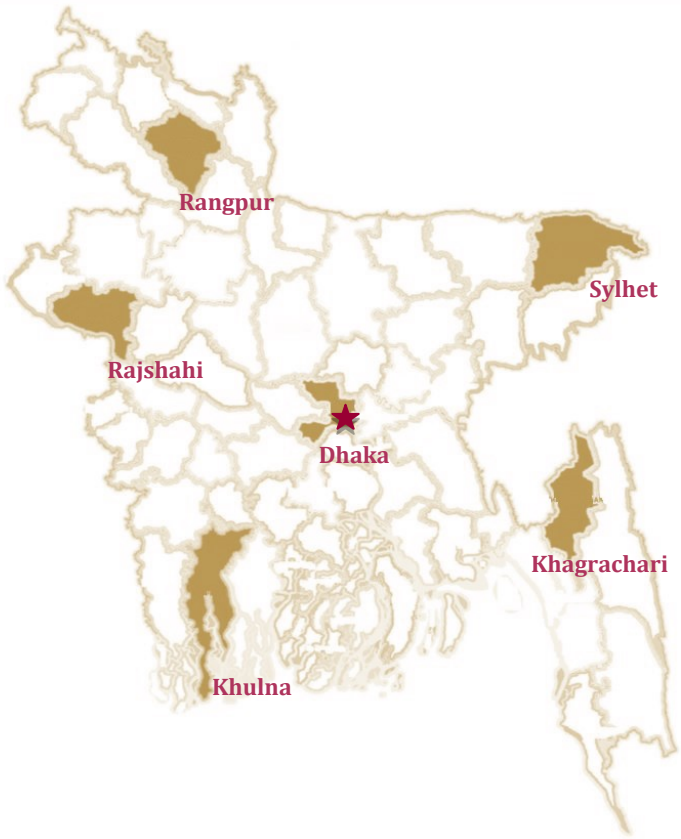

জেলা নির্বাচন

গবেষণা পদ্ধতিতে জেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসেট সংগ্রহ করার মাধ্যমে নারীদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চর্চায় অঞ্চল ভেদে কোনো তারতম্য আছে কি-না, সেগুলো চর্চায় মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং তথ্যের অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলো কি- প্রভৃতি চিহ্নিত করতে ঢাকা ও প্রতিটি জেলার জন্য একটি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তুলনা করা যাবে যে অঞ্চল ভেদে কোন কোন বিষয়গুলো নারীদের তথ্য প্রাপ্তিকে প্রভাবিত করে। স্বল্প কিছু লোকের উপর পরিচালিত এই গবেষণায় আঞ্চলিক ফলাফলগুলোকে একত্র করে যথাসম্ভব নারীদের প্রকৃত অবস্থা সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক তথ্য প্রদান ও জাতীয় পর্যায়ে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের অবস্থা কি তা জানা, এবং মানুষের মতামত ও মতের প্রবণতা জানতে চেষ্টা করা হয়েছে ।

এছাড়া নমুনা জেলা নির্বাচনে আমরা বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধর্মীয়, আদিবাসী, ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি। এলাকা নির্বাচনের মানদণ্ডলোর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, গ্রাম বনাম শহর, সামাজিক ঐতিহ্য প্রভৃতি। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, তথ্য কমিশন, এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ঢাকা ছাড়াও খাগড়াছড়ি, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ও সিলেট জেলাকে নমুনা জেলা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়া হয়েছে প্রতিটি জেলার সদর উপজেলা এবং অন্য একটি গ্রামীণ উপজেলায়। পাঁচটি জেলা ছাড়াও সবচেয়ে ঘনবহুল ও নগরায়িত জেলা হিসেবে ঢাকা জেলাকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। বেশিরভাগ সংস্থার উপ-দপ্তর ৬৪টি জেলায় থাকলেও, প্রতিটি সংস্থার সদর দপ্তর রাজধানীতে অবস্থিত। এ কারণে ঢাকা জেলাকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

গবেষণাটিতে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা হয়েছে:

১. নারীরা পুরুষের মতো সমানভাবে, সহজে এবং সফলভাবে তথ্য পায় কি-না?
২. তথ্য অধিকার চর্চায় নারীরা প্রধানত কি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন?
৩. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রসার/সুরক্ষায় নারীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী কি কি?

তথ্য সংগ্রহ

দি কার্টার সেন্টারের বৈশ্বিক তথ্য অধিকার কর্মসূচির সহায়তায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন মূলত স্থানীয় গবেষক নির্বাচন, তাদের সহায়তা করা, গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করা, এবং গবেষণাটি সম্পন্ন করতে গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা কার্যক্রম আয়োজনের কাজটি করে থাকে। একদল স্থানীয় গবেষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের কমিউনিটিতে গবেষণা পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। প্রতিটি জেলা ও ঢাকা টিমে দুই থেকে তিনজন গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য তথ্য ট্রান্সক্রাইব প্রভৃতি কাজ করেন। তাদের সহায়তা ও তথ্য মান যাচাই করতে দুইজন সুপারভাইজর কাজ করেছেন। গবেষকগণ তিন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেন: কমিউনিটি লিডারদের সাক্ষাৎকার, বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকার, এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষাতকার, দর্শনার্থীর সাক্ষাতকারসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ। মাঠ গবেষকদেরকে তথ্য রেকর্ড ও পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় যার মাধ্যমে তথ্য সুবিন্যস্তভাবে ও সব জেলায় একইভাবে সংগ্রহ করা যায়। সাক্ষাৎকার শুরুর পূর্বে সাক্ষাৎকার সময়সূচি গবেষণা টিম-কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। প্রশ্নপত্রগুলো সংগ্রহ করার পর, সংগৃহীত তথ্য অনুবাদ ও ডিজিটাইজড করা হয়। তারপর তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ইলেকট্রনিক স্প্রেডশীটে লেখা হয়।

১২৮ জন
কমিউনিটি
লিডার

৮১ জন
বিশেষজ্ঞ

৪৯টি সরকারি
প্রতিষ্ঠান

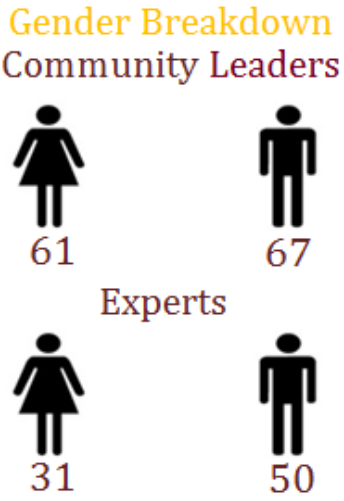

পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকার

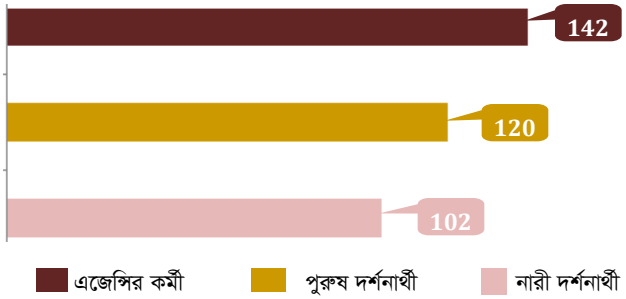

বশ্লেষণ

বিভিন্ন উৎস থেকে একই তথ্য সংগ্রহ করলে বিশ্লেষণের সময় তথ্যের এক উৎসের সাথে আরেকটি যাচাই করা যায় (ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতি)। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার নিমিত্তে *দি কার্টার সেন্টার* সংশ্লিষ্ট দেশের গবেষকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। প্রতিটি উৎসের প্রাপ্ত ফলাফল অন্যান্য দুটি উৎসের সাথে এবং প্রকাশিত তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখা হয় যাতে করে ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করা যায় ও ফলাফলের উপর আস্থা বাড়ানো যায় যে এসব ফলাফল নারী ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচলিত ধারণাকে সঠিকভাবে ধারণ করে। *দি কার্টার সেন্টার* গ্রাউন্ডেড থিওরি অ্যাপ্রোচ প্রয়োগ করে ইমার্জেন্ট থিম (emergent themes) চিহ্নিত করার মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু করে। তিনটি তথ্য সেটের সব ক'টি থেকে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে করে প্রতিটি জেলা ও ঢাকার প্রাথমিক ফলাফল বের করা যায়।

প্রাথমিক বিশ্লেষণের পর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর নির্দেশনায় গবেষণা দলটি তাদের প্রাথমিক ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি জেলায় *ফলাফল যাচাইকরণ কর্মশালার* আয়োজন করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গবেষক, অংশগ্রহণকারী, এবং কমিউনিটি অংশীজনগণ গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং ফলো-আপ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন, যা গবেষণা ফলাফলকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হলে, সব তথ্য সেটকে একটি মান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয় যাতে করে চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পুঙ্খনাপুঙ্খ ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়। তথ্য উৎসগুলোকে অতঃপর বিদ্যমান ও পুনঃসংঘটনশীল প্যাটার্ন বোঝার জন্য বিশ্লেষণ করা হয়। গুণগত গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত বিষয়বস্তু পর্যালোচনার সময় বিশ্লেষকগণ এমিক (emic) ফোকাস ব্যবহার করেন, যাতে সরাসরি ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে উত্তরদাতার দৃষ্টিভঙ্গি যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা হয়। ট্রান্সক্রিপশনের সময় স্থানীয় ভাষার সংবেদনশীলতা ও অর্থ বিবেচনায় রাখা হয় ও গবেষকদের প্রদত্ত নিজস্ব পর্যবেক্ষণকে বিশ্লেষণ করা হয়।

COLLECTING MULTIPLE TYPES OF DATA ALLOWED FOR TRIANGULATION DURING ANALYSIS.

সামগ্রিক ফলাফল

তথ্য উৎসের সারসংক্ষেপ

নিম্নে গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য উৎসগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে।

কমিউনিটি লিডার

- ১২৮ জন কমিউনিটি লিডারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে (৬১ জন নারী, ৬৭ জন পুরুষ)
- কমিউনিটি লিডারগণ নিজেরা তাদের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন, এর মধ্যে রয়েছে:
    - শিক্ষা
    - কৃষিকাজ
    - মানবাধিকার
    - ভূমি
    - স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ/কমিউনিটি সম্পৃক্ততা
    - মাতৃত্বের অধিকার
    - যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা
    - ব্যবসা শুরু
- সাক্ষাৎকার নেওয়া কমিউনিটি লিডারদের মধ্যে, ৯০ ভাগ তাদের কাজের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়কে সেবা প্রদান করেন, আট ভাগ লিডার কেবল নারীদের, এক ভাগ কেবল পুরুষদের সেবা প্রদান করেন, এবং বাকী এক ভাগ নিরুত্তর ছিলেন।

বিশেষজ্ঞ

- ৮১ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে (৩১ জন নারী, ৫০ জন পুরুষ)
- সাক্ষাৎদাতা বিশেষজ্ঞগণ নানা পেশা থেকে এসেছেন:
    - ১২ ভাগ একাডেমিক কাজে যুক্ত বা শিক্ষক
    - ১৫ ভাগ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে প্রতিনিধিত্ব করেন
    - ৫৬ ভাগ স্থানীয় বা উচ্চ-পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা
    - ১৭ ভাগ নিজেদের "অন্যান্য" শ্রেণিভুক্ত করেছেন (ব্যবসায়ী, সাংবাদিক প্রভৃতি)
- বিশেষজ্ঞগণ যেসব বিষয়ে দক্ষ হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছেন:
    - শিক্ষা
    - কৃষিকাজ
    - মানবাধিকার
    - ভূমি
    - স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ/কমিউনিটি সম্পৃক্ততা
    - মাতৃত্বের অধিকার
    - যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা
    - উদ্যোক্তা

প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ

সর্বমোট ৪৯টি প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণাকালীন কমপক্ষে একটি জেলার নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক চিত্র তুলে ধরতে প্রতিটি স্থানে দিনে কমপক্ষে তিনবার পরিদর্শন করা হয়েছে:

- কৃষি অধিদপ্তর
- জনশক্তি রপ্তানী ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: সমাজ কল্যাণ/বস্তি উন্নয়ন
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন: হোল্ডিং নম্বর
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন: ট্রেড লাইসেন্স
- শিক্ষা অধিদপ্তর
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়
- মৎস অধিদপ্তর
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ভূমি অধিদপ্তর
- গৃহপালিত পশু অধিদপ্তর
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তর
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
- সমাজ কল্যাণ কার্যালয়
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

Photo: Manusher Jonno Foundation

তথ্য প্রাপ্তিতে বৈষম্য

নমুনার অন্তর্ভুক্ত তিনটি উত্তরদাতা গ্রুপকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তথ্য প্রাপ্তিতে নারীরা পুরুষদের মতো সমান সুযোগ (মাত্রা, সহজলভ্যতা ও সফলতার হার বিবেচনায়) পান কি-না। কমিউনিটি লিডারগণ ও বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকারের প্রাপ্ত ফলাফল দৃঢ়ভাবে নির্দেশ করে যে তথ্যে নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান না। জেলা ভেদে মাত্রা কমবেশি হলেও, সরকারি বা সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ মোটাদাগে বিশ্বাস করেন যে তথ্য প্রাপ্তিতে একই মাত্রা, সহজলভ্যতা, ও সফলতার হার বিবেচনায় নারীদের পুরুষের মতো সমান সুযোগ রয়েছে।

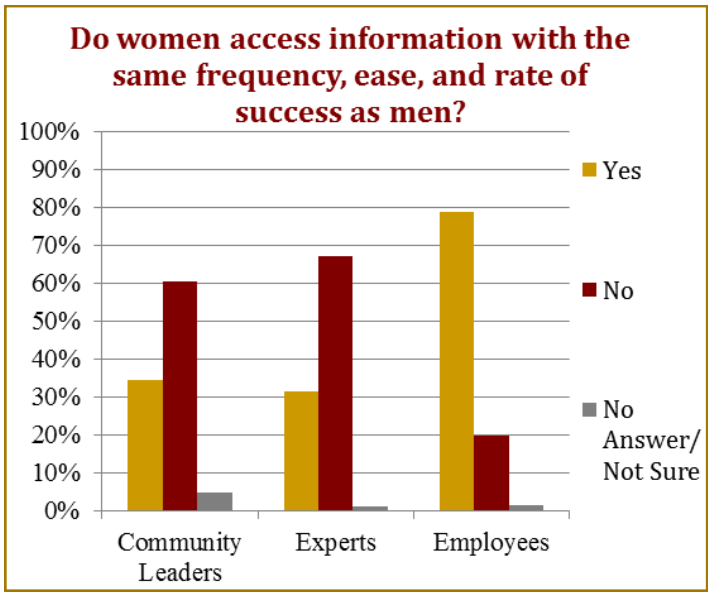

সরকারি দপ্তরে সংরক্ষিত তথ্য প্রাপ্তির চেষ্টার অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে বলা হলে, ৭০ ভাগ কমিউনিটি লিডার বলেছেন যে তারা যে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করেছেন তা পেয়েছেন। ১১ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন তারা অনুরোধকৃত তথ্য পাননি, ৯ ভাগ বলেছেন যে তারা জানেন না এবং ১০ ভাগ কোনো উত্তর দেননি। যদিও বেশিরভাগ উত্তরদাতা অনুরোধকৃত তথ্য প্রাপ্তির কথা বলেছেন, তথাপি কমিউনিটি লিডারগণ নিজেদের প্রাপ্ত তথ্যের হারের সাথে তারা যাদের সাহায্য করেছেন তাদের প্রাপ্ত তথ্যের হারে অনেক তফাৎ রয়েছে। এর কারণ হতে পারে স্থানীয়ভাবে কমিউনিটি লিডারগণের অবস্থান বা মর্যাদা। ফলাফল পর্যালোচনার সময় এই পার্থক্যটি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যালোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ জানিয়েছেন যে যেসব নারী নিজস্ব সংস্থা বা কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় অবস্থানে আছেন, এবং যাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা উচ্চতর, তথ্য প্রাপ্তিতে অন্য নারীদের তুলনায় তারা বেশি সফল।

গবেষণা ফলাফল পর্যালোচনা-কালীন অংশগ্রহণকারীগণ উল্লেখ করেছেন

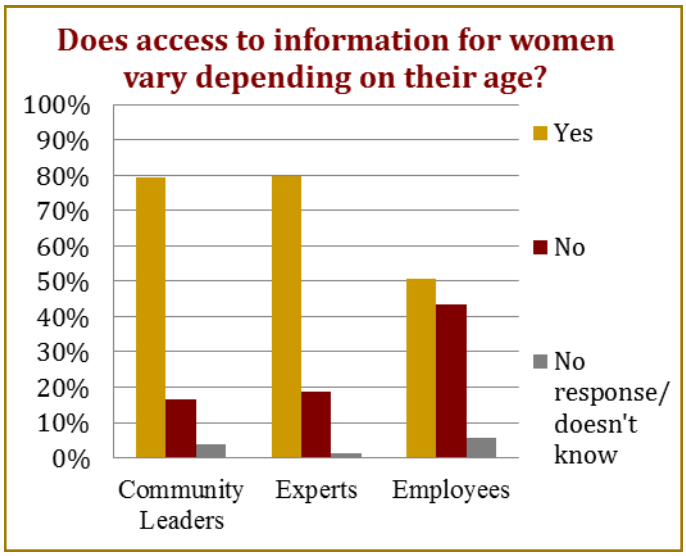

যে বৈবাহিক অবস্থাও নারীদের তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে এবং বিবাহিত নারীদের সাংসারিক দায়দায়িত্ব বেশি এবং সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতাও বেশি। এছাড়া, শিক্ষাও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কম বয়সী নারীগণ অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষিত, যার ফলে ধারণা করা হয় তথ্য অধিকার চর্চায় তারা বেশি সফল, এবং কমবয়সী নারীদের নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বাড়ানো সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে কমবয়সী নারীরা সাধারণত প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত বিকাশ সংক্রান্ত তথ্য চায়, যেখানে বয়স্ক নারীরা সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য সামাজিক সেবা সংক্রান্ত তথ্যই বেশি চায়।

THE AGGREGATE FINDINGS INDICATE THE PERCEPTION THAT WOMEN **DO NOT** ACCESS INFORMATION AS EASILY OR AS FREQUENTLY AS MEN.

নারীদের তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের মোকাবেলা করা মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহের ক্রমবিন্যাস করতে বলা হলে, ছয়টি অঞ্চলের সবকটির কমিউনিটি লিডারগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করেছেন:

১. অশিক্ষা
২. সচেতনতার অভাব/ কোথায় তথ্য চাইতে হবে/কিভাবে তথ্য চাইতে হবে তা না জানা
৩. পরিবারের কোনো সদস্য সহায়ক নয়/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে/নারীরা তথ্য পাওয়ার জন্য সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

অন্যান্য যেসব প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সময় ও চলাফেরা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা। বাসার কাজের চাপ, সরকারি অফিসের দূরত্ব এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতাকে নারীদের তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া একটা ধারণা রয়েছে যে অন্যান্য ব্যক্তিরা (সরকারি কর্মকর্তাগণসহ) সংশ্লিষ্ট তথ্যকে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নাও বিবেচনা করতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের তথ্য অধিকার চর্চায় নারীদের মোকাবেলা করা অন্যান্য প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলোর ক্রমবিন্যাস করতে বলা হয়, এবং ৬টি জেলার সমষ্টীগত ফলাফল বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো উঠে আসে:

১. সচেতনতার অভাব/ কোথায় ত/কিভাবে তথ্য চাইতে হবে তা না জানা
২. নিরক্ষরতা
৩. পরিবারের কোনো সদস্য সহায়ক নয়/ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে

সাক্ষাৎকারদাতা কেউ কেউ নারীরা তথ্য পেতে আগ্রহী নন বললেও, যখন সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করা হয়, ৮৫ ভাগের বেশি কমিউনিটি লিডার মনে করেন নারীরা সরকারি তথ্য পেতে আগ্রহী। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ৮১ ভাগ মনে করেন নারীরা সরকারের কাছে সংরক্ষিত তথ্য পেতে আগ্রহী। এটি নারীরা তথ্য প্রাপ্তি বিষয়ে আগ্রহী নয় বলে কমিউনিটিতে প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে তার বিপরীত।

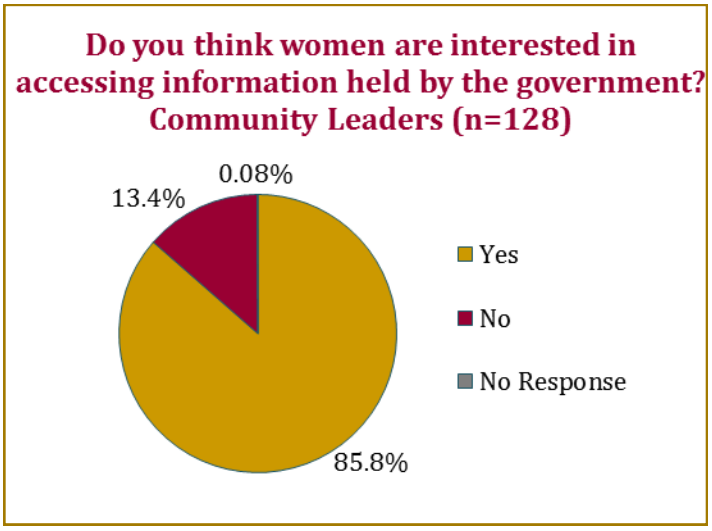

নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য

নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনায় গবেষকগণ কমিউনিটি লিডারদেরকে প্রথমে জিজ্ঞেস করেন যে সরকার নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করেন কি-না। প্রায় ৯০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে সরকারের কাছে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে এটি নারীদের তথ্য প্রয়োজন নেই এই ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে।

নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষার জন্য **সবচেয়ে** মূল্যবান তথ্য কি জানতে চাওয়া হলে, কমিউনিটি লিডারগণ শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভূমি/সম্পত্তির চেয়ে তিনগুণ বেশি প্রাসঙ্গিক।

MORE THAN 85 PERCENT OF COMMUNITY LEADERS PERCEIVED THAT WOMEN ARE, IN FACT, INTERESTED IN PUBLIC INFORMATION.

Do you think that the national government holds information women need to better their lives? Community Leaders (n=128)

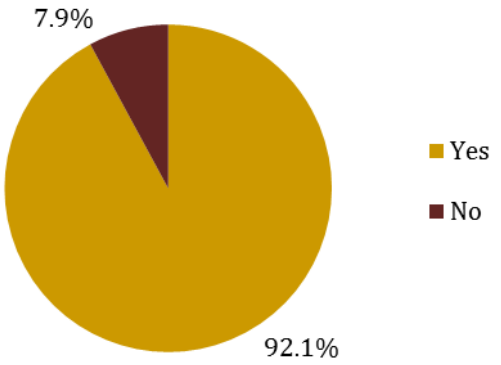

Do you think that the local government holds information women need to better their lives? Community Leaders (n=128)

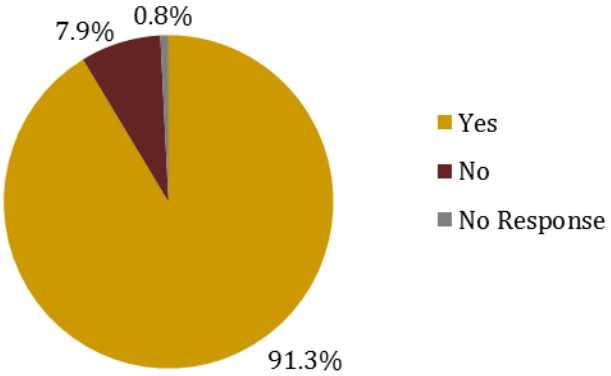

What information would be most valuable to women for economic empowerment and promotion and protection of rights? Community Leaders (n=128)

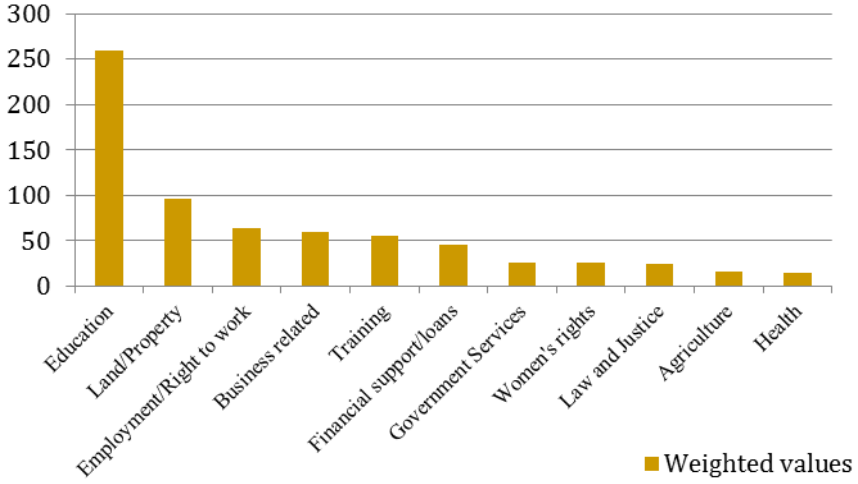

অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা

কমিউনিটি লিডারগণকে নারীদের আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ে মন্তব্য করতে বলা হয়। তাদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কমিউনিটি লিডারগণ কোন প্রশ্নেই নারীরা তাদের অধিকারের বিষয়ে খুব সচেতন বা একেবারেই সচেতন নন বলেন নি।

কমিউনিটি লিডারগণ বলেছেন যে নারীরা নিম্নোক্ত অধিকারগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছুটা হলেও সচেতন:

- সহিংসতা থেকে মুক্তির অধিকার (নারীদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রভৃতি) (৭৭ ভাগ)
- সমানভাবে বাঁচার অধিকার (বৈষম্য থেকে মুক্তি) (৭৫ ভাগ)
- কাজের, উন্নত কর্মপরিবেশের/যৌক্তিক কর্মঘণ্টার অধিকার (৭২ ভাগ)
- তথ্য প্রাপ্তির অধিকার (৬৮ ভাগ)
- সংগঠনে যোগদানের অধিকার (৬৩ ভাগ)
- সম্পত্তির মালিকানার অধিকার (৫৯ ভাগ)
- শিক্ষার অধিকার (দ্রষ্টব্য: শিক্ষার অধিকার শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষাকেও নির্দেশ করে) (৫৭ ভাগ)
- কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতে যাওয়ার অধিকার (৫২ ভাগ)

কমিউনিটি লিডারগণকে তথ্য অধিকার নিয়ে তাদের নিজেদের সচেতনতার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, ৬৫ ভাগ ইতিবাচক উত্তর দেন এবং ৩৫ ভাগ বলেন যে তারা যথেষ্ট সচেতন নন।

নারীরা বর্তমানে কোথা থেকে তথ্য পান এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, কমিউনিটি লিডারগণ বেশিরভাগ প্রধানত যেসব উৎসের কথা বলেছেন তা হলো: টেলিভিশন (৯৫ ভাগ); শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৮৮ ভাগ); এবং কমিউনিটি/স্থানীয় সংস্থা (এনজিও) (৮৪ ভাগ)।

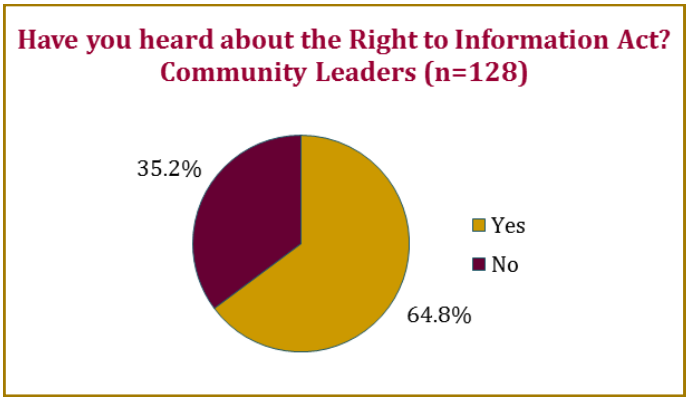

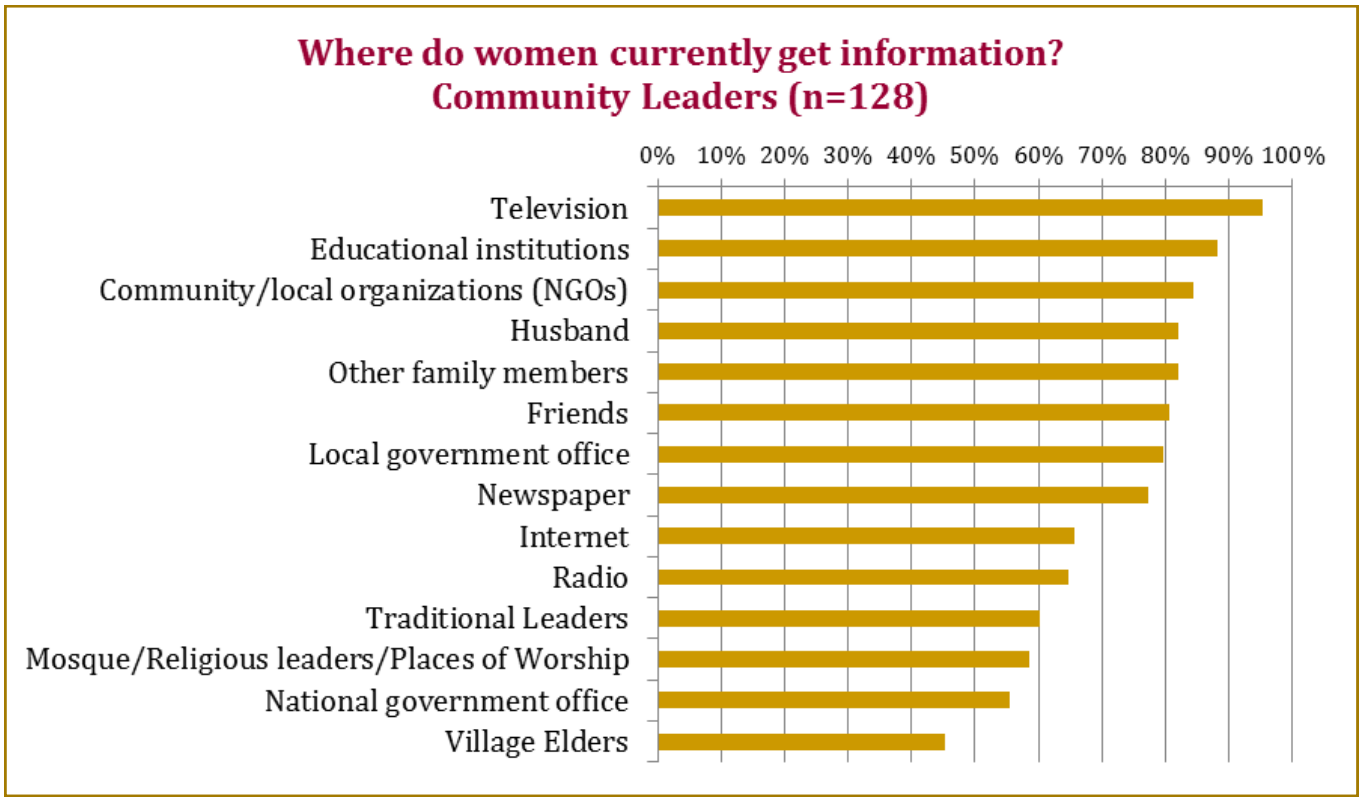

DHAKA DISTRICT

রাজধানী ঢাকায় ২০ জন কমিউনিটি লিডার ও ১১ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। মোট ৯টি সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে, এবং ২৭ জন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে (৬ জন নারী, ২১ জন পুরুষ) ও সেসব প্রতিষ্ঠানে আগত ৫৪ জন পরিদর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকায় অন্যান্য জেলার তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রমী ফলাফল পাওয়া গেছে। ঢাকায় ৬৫ ভাগ কমিউনিটি লিডার ও ৫৫ ভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে নারীরা পুরুষদের মতো সমান তথ্য পান। এছাড়া ঢাকার সরকারি কর্মকর্তাগণ (শতভাগ) মনে করেন নারী ও পুরুষ সমানভাবে তথ্য পান। কিন্তু কমিউনিটি লিডারগণ ও বিশেষজ্ঞদের জবাব লিঙ্গ-ভেদে আলাদা করা হলে দেখা যায় যে অসমতার উপস্থিতির বিষয়ে নারী কমিউনিটি লিডারগণদের মত পুরুষ কমিউনিটি লিডারগণদের চেয়ে কিছুটা বেশি। বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তফাৎ দেখা যায়। ৭৫ ভাগ পুরুষ বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান, যেখানে মাত্র ২৫ ভাগ নারী বিশেষজ্ঞ এটি মনে করেন।

ঢাকার কমিউনিটি লিডারগণ তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নিরক্ষরতা; বাসার কাজের চাপ/চলাফেরার সীমাবদ্ধাতার কারণে সরকারি কার্যালয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা; এবং পরিবারের কোনো কোনো সদস্য সহায়ক না হওয়া/সামাজিকভাবে উপযুক্ত না ভাবা/পিতৃতান্ত্রিকতা প্রভৃতিকে উল্লেখখ করেছেন। কমিউনিটি লিডারগণের উল্লিখিত চলাফেরার সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঘাটতির মতামতটি বিস্ময়কর, কারণ ঢাকার ক্ষেত্রে বিষয়টি পরিবহণের সহজলভ্যতার চেয়ে নিরাপত্তাহীনতার সাথে বেশি সম্পর্কিত। বিশেষজ্ঞরা এসব প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সাধারণত একমত, যদিও তারা সচেতনতার ঘাটতিকে প্রথম এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ জানানোর অজ্ঞতাকে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পর্যালোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ এসব প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে মোটামুটি একমত, কিন্তু তারা নারীদের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ও নেতিবাচক মনোভাবের গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেন।

ঢাকার বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৮৫ ভাগ) ও বিশেষজ্ঞ (৭৩ ভাগ) মনে করেন যে নারীদের তথ্য প্রাপ্তি তাদের বয়সের সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে ঢাকার সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ (৭৮ ভাগ) মনে করেন বয়স তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়।

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকার অর্জনে সবচেয়ে মূল্যবান তথ্যসমূহ কি কি সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, কমিউনিটি লিডারগণ শিক্ষা; ভূমি/সম্পত্তি/ ও ব্যবসা সংক্রান্ত/ট্রেড লাইসেন্স/ব্যবসা শুরু করা প্রভৃতি তথ্য উল্লেখ করেছেন।

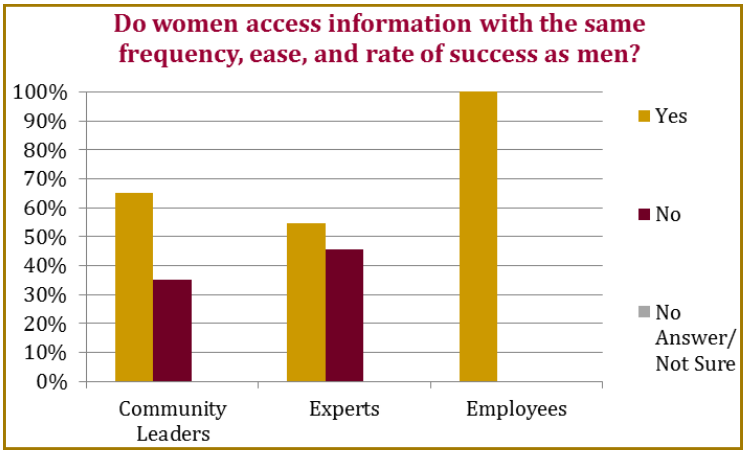

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: কমিউনিটি লিডারগণদের মতে

1. নিরক্ষরতা
2. সরকারি অফিসে যাতায়ত (চলাফেরার সীমাবদ্ধতা/দূরত্ব/নিরাপত্তা/বাসার কাজ)
3. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বিশেষজ্ঞদের মতে

1. নিরক্ষরতা
2. কিভাবে বা কোথায় তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে তা না জানা
3. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় কোন তথ্য সবচেয়ে?

1. *শিক্ষা*
2. *ভূমি/সম্পত্তি*
3. *কাজের অধিকার*

KHAGRACHARI DISTRICT

খাগড়াছড়িতে ২২ জন কমিউনিটি লিডার ও ১৪ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আটটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনবার করে পরিদর্শন করা হয়েছে, এবং ২৩ জন সরকারি কর্মকর্তা (৩ জন নারী, ২০ জন পুরুষ) ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগমন করা ৩১ জন পরিদর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ জেলার বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৭৩ ভাগ) এবং বিশেষজ্ঞ (৬৪ ভাগ) একমত যে নারীরা পুরুষদের মতো তথ্য সমানভাবে তথ্য পান না। তবে সরকারি কর্মকর্তাগণের সবাই (১০০ ভাগ) বলেছেন যে নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান।

খাগড়াছড়ির কমিউনিটি লিডারদের মতে, তথ্য প্রাপ্তিতে নারীদের সেবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাগুলো হচ্ছে তথ্যের জন্য কোথায় যেতে হবে ও কিভাবে চাইতে হবে এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব; নিরক্ষরতা; আইন, বিচার ও নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি। বিশেষজ্ঞগণ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে একমত; তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তারা পরিবারের কারো কাছ থেকে সহায়তা না পাওয়া/পরিবারের কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকে উল্লেখ করেছেন। ফলাফল পর্যালোচনা সভার অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন নারীদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ব্যাহত হয় সার্বিকভাবে পরিবারে/সমাজে নারীদের সমান দৃষ্টিতে না দেখা; যথাযথ তথ্য প্রাপ্তির অক্ষমতা; দারিদ্র্য, যা সরকারি প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোর সক্ষমতাকে সীমিত করে, ইত্যাদি কারণে। অংশগ্রহণকারীগণ নারীদের তথ্যে প্রবেশাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে নারী ও পুরুষ উভয়কে নিয়ে, এবং সরকার, সমাজের উচ্চ শ্রেণিসহ সকল অংশীজনকে নিয়ে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

কমিউনিটি লিডারগণ (৭৭ ভাগ), বিশেষজ্ঞ (৮৬ ভাগ), ও সরকারি কর্মকর্তাগণ (৩৯ ভাগ) বলেছেন নারীদের তথ্য প্রাপ্তি তাদের বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট। লক্ষ্যণীয় যে এই প্রশ্নের জবাবে খাগড়াছড়ির অনেক সরকারি কর্মকর্তা (২৬ ভাগ) "উত্তর দেননি/জানেন না" নির্বাচন করেছেন।

কমিউনিটি লিডারগণদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও ভূমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ একমত হয়েছেন যে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার, বিশেষ করে শিক্ষা বলতে যখন শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষাকে বোঝায়। এছাড়া নারীদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায়িক সুযোগ সংক্রান্ত তথ্যও অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।

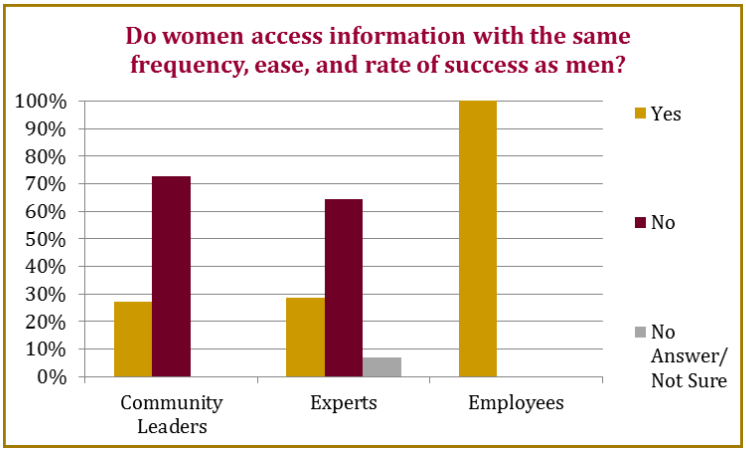

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় কোন তথ্য সবচেয়ে?

1. শিক্ষা
2. প্রশিক্ষণ
3. ভূমি/সম্পত্তি

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: কমিউনিটি লিডারগণদের মতে

1. কিভাবে বা কোথায় তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে তা না জানা
2. নিরক্ষরতা
3. সরকারি অফিসে যাতায়ত (চলাফেরার সীমাবদ্ধতা/দূরত্ব/নিরাপত্তা/বাসার কাজ)
4. Lack of law/justice/security

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বিশেষজ্ঞদের মতে

1. কিভাবে বা কোথায় তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে তা না জানা
2. নিরক্ষরতা
3. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক

KHULNA DISTRICT

খুলনা জেলায় ২০ জন কমিউনিটি লিডার ও ১২ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষকরা আটটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনটি ভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেছেন, এবং ২৪ জন সরকারি কর্মকর্তার (৭ জন নারী, ১৭ জন পুরুষ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগমন করা ৩৪ জন পরিদর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৭৫ ভাগ), বিশেষজ্ঞ (৭৫ ভাগ), এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ (৫৮ ভাগ) একমত যে নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান না। লক্ষ্যণীয় হচ্ছে কমিউনিটি লিডারদের কেউই এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেননি, বরং ২৫ ভাগ হয় কোনো জবাব দেননি অথবা তারা বলেছেন যে তারা জানেন না। খুলনা ব্যতিক্রম জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম যেটিতে সরকারি কর্মকর্তার তথ্য প্রাপ্তিতে লিঙ্গীয় বৈষম্যের কথা বলেছেন। ফলাফল পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ কমিউনিটি লিডার ও বিশেষজ্ঞদের সাথে সহমত প্রকাশ করে বলেছেন যে পুরুষদের মতো নারীরা সমানভাবে, সহজে ও সফলভাবে তথ্য পান না। বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৮০ ভাগ), বিশেষজ্ঞ (৮৩ ভাগ), এবং সরকারি কর্মকর্তা (৮৩ ভাগ) বলেছেন যে নারীদের তথ্যে প্রবেশাধিকার তাদের বয়সের সাথে সম্পর্কিত।

খুলনার কমিউনিটি লিডারদের মতে, তথ্য প্রাপ্তিতে নারীদের মোকাবেলা করা সবচেয়ে বড় বাধাগুলো হচ্ছে তথ্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা; তথ্যের জন্য কোথায় যেতে হবে ও কিভাবে চাইতে হবে সে বিষয়ক সচেতনতার অভাব; অশিক্ষা; এবং পরিবারের কারো কাছ থেকে সহায়তা না পাওয়া/পরিবারের কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। খুলনাই ব্যতিক্রম জেলাগুলোর একটি যেখানে কমিউনিটি লিডারগণ দাবী করেছেন যে নারীরা তথ্যের মর্যাদা নাও বুঝতে পারেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে মাত্র ৫৫ ভাগ কমিউনিটি লিডার মনে করেন নারীরা তথ্যের ব্যাপারে আগ্রহী। ফলাফল পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ এই ফলাফলের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন, তারা বলেছেন যে সব নারীই তথ্যে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে আগ্রহী, কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাগণ ও নারীদের মনোভাব, সরকারি প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সমস্যা, এবং তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে আস্থার অভাব বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে।

অংশগ্রহণকারীগণ একমত যে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভৌগলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রতিবন্ধকতাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন, সরকারি কার্যালয়ে যাওয়ার সময় শহরের মেয়েরা গ্রামের মেয়েদের মতো নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি নাও হতে পারেন। অংশগ্রহণকারীরা এছাড়াও পরিচিতির গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেছেন যে নারীরা কমিউনিটি লিডারগণ/সরকারি কার্যালয়ে পরিচিত মুখ না হলে তারা সহজে প্রবেশাধিকার পান না।

কমিউনিটি লিডারগণ শিক্ষা, ব্যবসা বিষয়ক, চাকুরি/কাজের অধিকার সংক্রান্ত তথ্যকে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ও অধিকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ কমিউনিটি লিডারদের সাথে এ বিষয়ে একমত, কিন্তু তারা কৃষি; স্বাস্থ্য; ও সামাজিক সেবা সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্বও তুলে ধরেছেন।

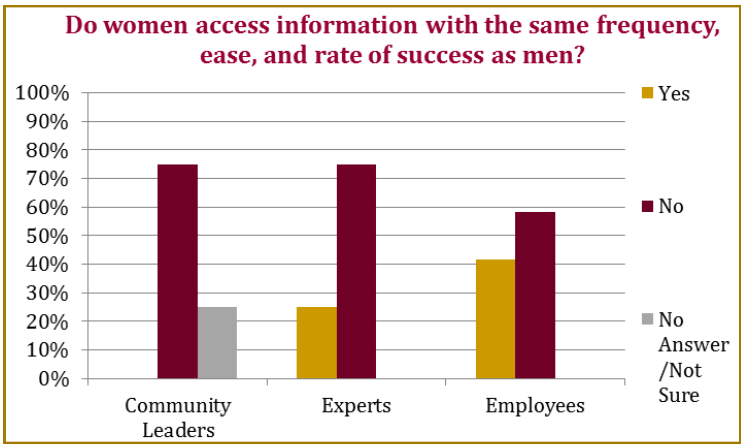

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় কোন তথ্য সবচেয়ে?

1. শিক্ষা
2. চাকুরি/কাজের অধিকার
3. ব্যবসা/বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: কমিউনিটি লিডারগণদের মতে

1. নারীরা তথ্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না
2. কিভাবে/কোথায় তথ্য চাইতে হবে তা না জানা/ তথ্যের গুরুত্ব না বোঝা
3. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বিশেষজ্ঞদের মতে

1. কিভাবে কোথায় তথ্য চাইতে হবে তা না জানা/ তথ্যের গুরুত্ব না বোঝা
2. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ
3. ধর্ম

RAJSHAHI DISTRICT

রাজশাহীতে ২২ জন কমিউনিটি লিডার ও ১৫ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আটটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনটি ভিন্ন দিনে পরিদর্শন করা হয়েছে, ২৩ জন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে (৫ জন নারী, ১৮ জন পুরুষ), ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগমন করা ২৫ জন পরিদর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৬৪ ভাগ) এবং বিশেষজ্ঞ (৭৪ ভাগ) একমত যে নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান না। অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তাগণ (৯১ ভাগ) বলেছেন যে তারা মনে করেন নারীরা তথ্যে পুরুষদের সমানভাবে তথ্য পান। নারীদের তথ্য প্রাপ্তিতে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে প্রতিটি গ্রুপের উত্তরদাতা মনে করেন: কমিউনিটি লিডারগণ (৯৫ ভাগ), বিশেষজ্ঞ (৯২ ভাগ), এবং সরকারি কর্মকর্তা (৭৪ ভাগ)।

কমিউনিটি লিডার ও বিশেষজ্ঞগণ উভয়েই নিরক্ষরতা; পরিবারের কারো কাছ থেকে সহায়তা না পাওয়া/পরিবারের কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা; এবং তথ্যের জন্য কোথায় যেতে হবে ও কিভাবে চাইতে হবে সে বিষয়ে সচেতনতার অভাবকে নারীদের তথ্য অধিকার চর্চায় প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফলাফল পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ এসব বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাধা, পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পুরুষ ও সমাজের মনোভাব (পিতৃতান্ত্রিক), এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সময় নিরাপত্তা প্রভৃতিকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেন।

রাজশাহীর কমিউনিটি লিডার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও ভূমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য, এবং চাকুরি/কাজের অধিকারকে নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। নারীরা কোন ধরনের তথ্য সবচেয়ে বেশি চায় এটি জিজ্ঞেস করা হলে অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন শিক্ষা ও ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য হচ্ছে বড় অগ্রাধিকার। তারা আরো বলেন যে নারীরা জানতে চান কিভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল; চিকিৎসা সেবা; এবং ঋণ ও প্রশিক্ষণসহ আয়-বর্ধক কাজের জন্য আবেদন করতে হবে। সাক্ষাৎকারে কমিউনিটি লিডারগণ উল্লেখ করেছেন নারীরা তাদের অধিকার বিষয়ে কম সচেতন। ফলাফল পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণও এতে একমত হয়েছেন, তারা আরো বলেছেন যে সরকার ও এনজিওগুলোর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য বিতরণের কাজে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের তাদের অধিকারের ব্যবহারে আরো সচেতন হওয়া উচিত।

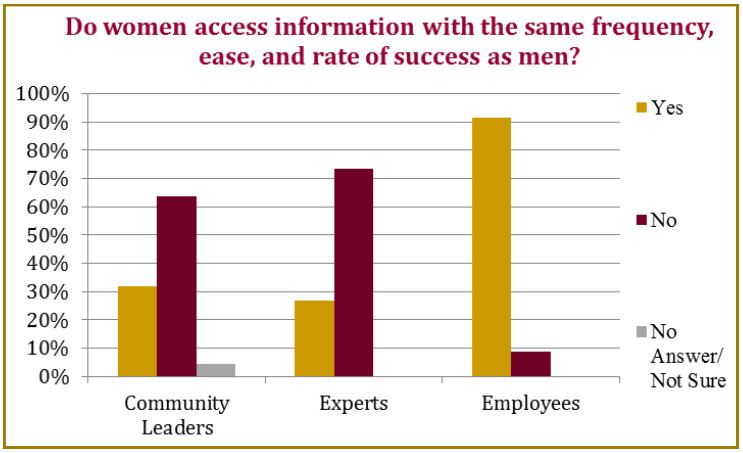

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় কোন তথ্য সবচেয়ে?

1. শিক্ষা
2. ভূমি/সম্পত্তি
3. ব্যবসা/বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: কমিউনিটি লিডারগণদের মতে

1. নিরক্ষরতা
2. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ
3. সচেতনতার অভাব/ কিভাবে বা কোথায় তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে তা না জানা

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বিশেষজ্ঞদের মতে

1. নিরক্ষরতা
2. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ
3. সচেতনতার অভাব/ কিভাবে বা কোথায় তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে তা না জানা

RANGPUR DISTRICT

রংপুরে ২০ জন কমিউনিটি লিডার ও ১৩ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষকগণ আটটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনবার করে পরিদর্শন করেছেন, এবং ২৩ জন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন (৯ জন নারী, ১৪ জন পুরুষ) ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগমন করা ৪১ জন পরিদর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৭০ ভাগ) এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ দাবী করেছেন যে নারীরা পুরুষদের মতো একই মাত্রায়, সুলভে, সফলভাবে তথ্য পান। বিশেষজ্ঞরা (৭০ ভাগ) মনে করেন নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান না। বিষয়টি উল্লেখযোগ্য কারণ রংপুরই একমাত্র জেলা যেখানে কমিউনিটি লিডারগণ সরকারি কর্মকর্তাদের মতো মনে করেন যে নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান। ফলাফল পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ এই ফলাফলের সাথে সাধারণভাবে একমত হলেও, তারা শহুরে ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী নারীদের মধ্যকার পার্থক্যের উপর জোরারোপ করে বলেছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করা নারীরা তথ্য সেবা পান না বললেই চলে।

রংপুর জেলার কমিউনিটি লিডারগণ ও বিশেষজ্ঞগণের মতে তথ্য প্রাপ্তিতে নারীদের মোকাবেলা করা সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে নিরক্ষরতা; এবং তথ্যের জন্য কোথায় যেতে হবে ও কিভাবে চাইতে হবে সে বিষয়ে সচেতনতার অভাব; কিছু কিছু কমিউনিটি লিডারগণ নারীরা তথ্যের গুরুত্ব বোঝেন কি-না সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে; তারা আরো বলেছেন নারীদের জন্য তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়; এবং ধর্মকেও তারা বাধা হিসেবে বলেছেন। ফলাফল পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটি লিডারগণ ও বিশেষজ্ঞদের সাথে একমত; কিন্তু তারা এছাড়াও নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা দাবী করেছেন যে রংপুরে তথ্য পাওয়ার হার বেড়েছে এবং সরকার আগের চেয়ে ভালো করছে, দরিদ্র ও গ্রামীণ নারীরা শহুরে নারীদের তুলনায় এসব উন্নতির সুফল ভোগ করছে না। ে কমিউনিটি লিডারগণ (৫৫ ভাগ), বিশেষজ্ঞ (৭০ ভাগ) ও সরকারি কর্মকর্তাগণ (৭৪ ভাগ) বলেছেন যে নারীদের তথ্য প্রাপ্তি তাদের বয়সের উপর নির্ভর করে।

রংপুরের কমিউনিটি লিডারগণ নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের অধিকারের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য হচ্ছে শিক্ষা, ভূমি/সম্পত্তি, ও চাকুরি/কাজের অধিকার সংক্রান্ত তথ্য।

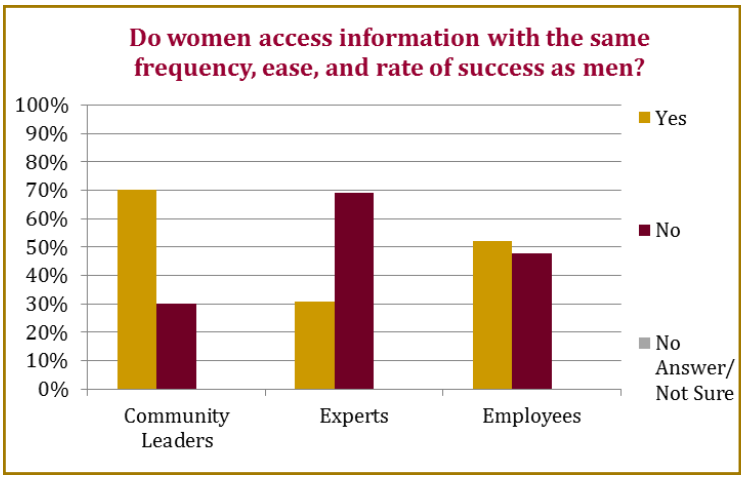

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় কোন তথ্য সবচেয়ে?

1. শিক্ষা
2. ভূমি/সম্পত্তি
3. ব্যবসা/বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: কমিউনিটি লিডারগণদের মতে

1. নিরক্ষরতা
2. সচেতনতার অভাব/ কিভাবে বা কোথায় তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে তা না জানা
3. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বিশেষজ্ঞদের মতে

1. সচেতনতার অভাব/ কিভাবে বা কোথায় তথ্য সংগ্রহ করতে যেতে হবে তা না জানা
2. নিরক্ষরতা
3. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক

SYLHET DISTRICT

সলেটে ২৪ জন কমিউনিটি লিডার ও ১৬ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আটটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনটি ভিন্ন দিনে পরিদর্শন করা হয়েছে, এবং ২২ জন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (৪ জন নারী, ১৮ জন পুরুষ) ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগমন করা ও ৩৭ জন পরিদর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৭৯ ভাগ) এবং বিশেষজ্ঞ (৬৯ ভাগ) একমত যে নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান না। কিন্তু অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা (৮৬ ভাগ) মনে করেন নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান। সার্বিকভাবে, গবেষণা ফলাফল পর্যালোচনা সভার অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটি লিডারগণ ও বিশেষজ্ঞদের প্রকাশিত মতের সাথে একমত যে নারীদের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে।

কমিউনিটি লিডারদের মতে তথ্য প্রাপ্তিতে নারীদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাগুলো হচ্ছে নিরক্ষরতা; পরিবারের কারো কাছ থেকে সহায়তা না পাওয়া/পরিবারের কারো দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা; এবং চলাফেরার সীমাবদ্ধতা/সময় না পাওয়া। এছাড়া কমিউনিটি লিডারগণ দারিদ্র্য/ডকুমেন্টের অনুলিপি তুলতে টাকার অভাবকে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, পাশাপাশি তথ্যের জন্য কোথায় যেতে হবে ও কিভাবে তথ্য চাইতে হবে সে বিষয়ে সচেতনতার অভাবকেও প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলাফল পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ সবগুলো প্রতিবন্ধকতাকে তাদের আলোচনায় নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তারা এর পাশাপাশি তথ্য চাওয়া/অনুরোধের ক্ষেত্রে নারীদের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, সরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাব; এবং নারীদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাড়তি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বেশিরভাগ কমিউনিটি লিডার (৮৩ ভাগ) এবং বিশেষজ্ঞ (৬৯ ভাগ) বলেছেন নারীদের তথ্য প্রাপ্তি তাদের বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরদিকে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা (৭৭ ভাগ) বলেছেন নারীদের তথ্য প্রাপ্তির সাথে তাদের বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই।

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য হিসেবে কমিউনিটি লিডারগণ শিক্ষাকে প্রথম এবং প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা/ঋণ ও আইন ও বিচারকে দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ ঋণ, প্রশিক্ষণ ও চাকুরি সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্ব বিষয়ে একমত পোষণ করেন, তারা এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা এবং সামাজিক সেবা সংক্রান্ত তথ্যের উপরও জোরারোপ করেন।

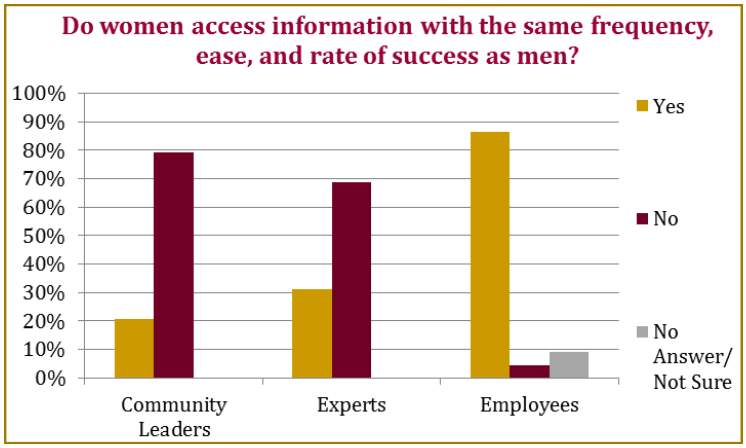

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: কমিউনিটি লিডারগণদের মতে

1. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ
2. নিরক্ষরতা
3. সরকারি অফিসে যাতায়ত (চলাফেরার সীমাবদ্ধতা/দূরত্ব/নিরাপত্তা/বাসার কাজ)

নারীদের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং তাদের অধিকারের প্রসার ও সুরক্ষায় কোন তথ্য সবচেয়ে?

1. শিক্ষা
2. Training, Financial support/Loans, and Law and justice (three-way tie)

নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ: বিশেষজ্ঞদের মতে

1. পরিবারের কেউ যদি সহায়ক না হয়/বাধা সৃষ্টি করে/সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ
2. নিরক্ষরতা
3. সরকারি অফিসে যাতায়ত (চলাফেরার সীমাবদ্ধতা/দূরত্ব/নিরাপত্তা/বাসার কাজ)

গবেষণার মূল ফলাফল

- গবেষণা চলাকালীন সংগৃহীত সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে বাংলাদেশে নারীদের তথ্য অধিকার চর্চায় বৈষম্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে তথ্য পান না এবং সরকাররের কাছে রক্ষিত তথ্য প্রাপ্তিতে নারীরা নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন। সকল জেলায় প্রাপ্ত ফলাফলের সমষ্টীগত বিশ্লেষণে দেখা যায় (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া) কমিউনিটি লিডারগণ ও বিশেষজ্ঞগণ প্রচলিত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে নারীরা পুরুষের মতো সমানভাবে, সহজে এবং সফলভাবে তথ্য অধিকারের চর্চা করতে পারেন না।

- যদিও সরকারি কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রাপ্তিতে সাধারণভাবে নারী ও পুরুষদের সমতার কথা বলেছেন কিন্তু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল পর্যালোচনা সভার মতামতে নারীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অথবা পুরুষদের চেয়ে বিলম্বে তথ্য পাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

- কেবল একটি জেলার সরকারি কর্মকর্তাগণ ছাড়া, সব কমিউনিটি লিডারগণ, বিশেষজ্ঞ ও সরকারি কর্মকর্তাগণ নারীদের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বয়সের সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন। ফলাফল পর্যালোচনা সভার অংশগ্রহণকারীগণ বয়সকে শিক্ষা ও বৈবাহিক অবস্থাকে একটি প্রক্সি হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যেখানে কম বয়সী নারীরা সাধারণত অধিক শিক্ষিত বিধায় অধিকার ও তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বেশি, এবং বিবাহিত নারীরা সংসারের বেশি দায়িত্ব পালন করেন যার ফলে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চর্চার সময় কম পান।

- ছয়টি জেলার কমিউনিটি লিডারগণ ও বিশেষজ্ঞগণ একমত যে নারীরা তথ্য প্রাপ্তিতে আগ্রহী এবং জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করেন।

- সব জেলার সমষ্টীভূত তথ্য বিশ্লেষণে তথ্য অধিকার চর্চায় নারীদের মোকাবেলা করা বহুমূখী প্রতিবন্ধকতা উঠে এসেছে:
    - ◊ নিরক্ষরতা
    - ◊ সচেতনতার অভাব/কোথায় বা কিভাবে তথ্য চাইতে হবে তা না জানা
    - ◊ পরিবারের কোনো সদস্য সহায়তা না করা/বাধা সৃষ্টি করে/তথ্য প্রাপ্তিতে নারীরা সামাজিকভাবে উপযুক্ত নয়/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ
    - ◊ সরকারি প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত (চলাফেরার অসুবিধা/দূরত্ব/নিরাপত্তা/বাসার কাজ)

- যদিও তথ্য প্রাপ্তির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে যাওয়া নারীরা সাধারণত তাদের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে কর্মকর্তাদের সাড়া প্রদান/প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে সন্তুষ্ট, ফলাফল পর্যালোচনা সভার অংশগ্রহ-ণকারীগণ জোরালোভাবে বলেছেন যে সফলতা মোটাদাগে নির্ভর করে যেসব নারীরা সরকারি কার্যালয়ে যান তাদের সামাজিক/চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। সফল নারীরা নিজেদের কমিউনিটি সংগঠনের নেতা, সরকারি কর্মকর্তাদের সুপরিচিত, এবং/অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান/শিক্ষা এসব দিক থেকে তাদের উচ্চ অবস্থানের কারণে এ সফলতা পান।

- বাংলাদেশী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে শিক্ষা, ভূমি/সম্পত্তি, ও চাকুরি/কাজের অধিকার। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জেলাতেই এগুলো দৃঢ়ভাবে উঠে এসেছে। কমিউনিটি লিডারগণ এছাড়াও ব্যবসা শুরু করা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা/ঋণ, সরকারি/সামাজিক সেবা, নারী অধিকার, এবং আইন ও বিচার সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও বিবেচনা

- দৈবচয়ন নমুনায়নের ঘাটতিসহ প্রণীত গবেষণা পদ্ধতিতে মূলত ধারণা-ভিত্তিক ফলাফল উঠে এসেছে যা এই পূর্বানুমানকে সমর্থন করে যে তথ্য অধিকার চর্চায় লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান এবং এটি নারীদের তথ্য প্রাপ্তির প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। গবেষণাটিতে তথাপি সব বিষয় বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি এবং ভিন্ন সাক্ষাৎদাতাদের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ফল আসতে পারে।

- সরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ স্থানগুলো নির্বাচন করা হয়েছে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মূল ক্ষেত্র ও অধিকারগুলোকে প্রতিনিধিত্বকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘটিত মিথস্ক্রিয়ার উদাহরণ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ভিন্নতা, একটি নির্দিষ্ট দিনে কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তার সংখ্যার ভিন্নতা, এবং অন্যান্য বাহ্যিক নিয়ামকের উপস্থিতির কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় বেশি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

- সরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ স্থলে সরকারি কর্মকর্তাগণকে কেবল তাদের সংস্থা বা কার্যালয়ের কর্মপরিধির মধ্যে তথ্য অধিকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয়েছে। সুতরাং, সাক্ষাৎকারের জবাবে কর্মকর্তাগণ নারীদের তথ্য প্রাপ্তি নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধির বাইরের প্রতিবন্ধকতাগুলো বিবেচনা নাও করতে পারেন। যদি বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অনুমান করার মতো প্রশ্ন করা হতো, তাতে হয়তো তারা নারীরা পুরুষদের মতো সম-পরিমাণ তথ্য পান এ ধরনের উত্তর দিতেন না।

- মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল উপাত্ত দি কার্টার সেন্টারের তথ্য অধিকার টিমের সহযোগিতায় সংগৃহীত। গবেষকদেরকে গবেষণা পদ্ধতি ও দি কার্টার সেন্টারের 'গবেষণার অনুকরণীয় দিকসমূহ' নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রদানের পর, গবেষকগণ আলাদাভাবে নিজ-নিজ জেলায় গবেষণা পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করেছেন। যার ফলে, গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগে ভিন্নতা থাকতে পারে। এসব ভিন্নতা সনাক্ত করার সময় দি কার্টার সেন্টার সেগুলোর প্রভাব যথাসম্ভব হ্রাস করার চেষ্টা করেছে।

- কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিউনিটি লিডার ও বিশেষজ্ঞ নির্বাচন প্রশ্নের উত্তরপ্রদানকে প্রভাবিত করতে পারে। কমিউনিটি লিডারগণ তাদের কমিউনিটির অভিজ্ঞতার চেয়ে নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই বেশি তথ্য দিতে পারে। এবং কমিউনিটি লিডার ও বিশেষজ্ঞগণ উভয়ই তাদের নিজ নিজ দক্ষতার বিষয়ের প্রতি জোর দিতে পারে।

- সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেসব নারী পরিদর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তারা বাংলাদেশের অন্যান্য নারীদের প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারেন। পর্যালোচনা চলাকালীন অংশগ্রহণকারীগণ বলেছেন যে সরকারি কার্যালয়ে গমণ করা নারীরা প্রায়শই সুপরিচিত এবং অন্যান্য নারীদের তুলনায় তারা সাধারণত সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে বেশি সম্পৃক্ত।

- প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণে, গবেষকগণ সবসময় পরিদর্শন-প্রতি একাধিক সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। এর ফলে সাক্ষাৎকারের সংখ্যা এবং সাক্ষাৎকারে চিহ্নিত প্রবণতার তাৎপর্য কমলেও, প্রাপ্ত ফলাফল সাক্ষাৎদাতাদের ধারণাকে বাতিল করে না। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করা ব্যক্তির সংখ্যা গণনা ও লিঙ্গ প্রোফাইল আলাদাকরণে কিছু ভুলত্রুটি রয়েছে। যার ফলে সেই উপাত্ত আমরা এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিনি।

- গবেষণা পদ্ধতিতে সরকারি কার্যালয়ে তথ্য চাইতে যাওয়ার/পরিদর্শন করার সম্ভাবনা কম-এরূপ নারী বা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বৃহত্তর ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নাগরিক সমাজের নেতাদের সাক্ষাৎকারকে এবং ফলাফল পর্যালোচনা সভাগুলোকে এসব নারীদের মতামত জানার প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; পর্যালোচনা সভাগুলোতে গবেষণা এলাকা থেকে বাড়তি লোকজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - তথাপি এই প্রক্রিটি সবসময় কার্যকর নাও হতে পারে।

- এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত ফলাফল সংগৃহীত উপাত্তের সতর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। তথাপি, সাক্ষাৎকারসমূহ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে পর্যবেক্ষণের টীকাগুলো শুরুতে বাংলায় নেয়া হয়েছে এবং তারপর সেগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। এর ফলে এর অর্থ কিছুটা পরিবর্তনের আশংকা থেকেই যায়।

কর্মকান্ডের প্রস্তাবনা

৩০ মে, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় দি কার্টার সেন্টার এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বহুজন অংশীদারদের সাথে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় বাংলাদেশে সম্পন্নকৃত তথ্য অধিকার ও নারী শীর্ষক গবেষনার প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহে নারীরা যে সকল প্রধান প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় সেগুলো এবং একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে তথ্য পাওয়ার অধিকার চর্চায় লিঙ্গীয় অসমতা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ সমাধানের উপায় চিহ্নিত করা হয়। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তথ্য প্রাপ্তিতে স্বাধীনতা এবং নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন প্রায় ৪০ জন সরকারি প্রতিনিধি, কমিউনিটি লীডার এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এ সভায় একত্রিত হয়েছেন তথ্য প্রাপ্তিতে নারীর চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে।

উক্ত আলোচনা সভায় তথ্য অধিকার ও নারী শীর্ষক গবেষনার জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। তারপর অংশগ্রহনকারীগণ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে নারীরা তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যেসকল প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় যেমন নিরক্ষরতা/অশিক্ষা, তথ্য অধিকার বিষয়ক অসচেতনতা বা কোথায় বা কিভাবে তথ্য চাইতে যেতে হবে - তা না জানা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধা, সময়ের স্বল্পতা এবং চলাচলের সীমাবদ্ধতা এবং তথ্য কর্মকর্তার মনোভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। প্রত্যেকটি অংশগ্রহনকারী দল গবেষনালব্ধ বাধাসমূহের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সুজনশীল, কার্যকর এবং অর্জনযোগ্য সমাধানের উপায় নিয়ে মতামত প্রদান করেন। পাশাপাশি তারা পূর্ব নির্ধারিত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক অংশীদার (যেমন সরকার, নাগরিক সমাজ বা যৌথভাবে) চিহ্নিত করেন।

অংশগহনকারীগণ তথ্য প্রাপ্তির অসমতা দূরীকরণ, বাধার সমাধান এবং বাংলাদেশে নারীর তথ্য অধিকার চর্চা প্রসারিত করার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করার ব্যপারে একমত পোষন করেছেন যা জেলা পর্যায়ে মত-বিনিময় সভার অংশগ্রহনকারীগণের মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিষয়গুলো হচ্ছে:

<u>সরকার এবং তথ্য কমিশন</u>

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তদারক এবং সংস্কার ইউনিটকে তথ্য অধিকার নীতিমালা দিক-নির্দেশনা দেওয়া এবং একটি ন্যায়সঙ্গত/ন্যায্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লিঙ্গ সংবেদনশীল সংস্কার করার জন্য প্রেরণা দিতে হবে। নীতিমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরগুলোতে নারীর জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা, এবং নারীর সেবা প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দেওয়া, বার্ষিক কার্য সম্পাদন চুক্তিতে তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী, লিঙ্গ ভিত্তিক আলাদা উপাত্ত এবং তথ্য অধিকার এবং নারী- এই সকল খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ- ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে।

২. তথ্য অধিকার এবং তথ্য বিতরনে লিঙ্গীয় অসমতা বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সচেতনতার জন্য নিম্নোক্ত কর্ম পরিকল্পনাসমূহ গ্রহন করা যেতে পারে:

- তথ্য অধিকার এবং তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার বিষয়ক পরিপত্র নিয়মিত বিতরণ
- গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে সৃজনশীল বার্তা প্রচার
- বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্য বইয়ে অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে তথ্য অধিকারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি
- ইউনিয়ন এবং স্থানীয় মেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রদর্শনী আয়োজন

৩. তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণকে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রশিক্ষন প্রদান করতে হবে যেখানে লিঙ্গীয় সংবেদনশীলতা, গ্রাহক সেবা এবং নিরক্ষর তথ্য আবেদনকারীগণকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক সকল সাধারন প্রশিক্ষনে তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. নারীর নিকট কার্যকরী এবং নিশ্চিতভাবে তথ্য পৌঁছানোর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোসহ কিছু পদ্ধতি তৈরি করা:

- নারীর জন্য প্রয়োজনীয় আরো তথ্য চিহ্নিত করা
- নারীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত উদ্দীপনামূলক পাবলিকেশন প্রকাশ ও বিতরন করা:
    ১. নারীর কাছে অর্থপূর্ণ- এমন তথ্য প্রদান করা
    ২. বিভিন্ন মাধ্যম যেমন পোষ্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট, পথ নাটক, গ্রামীণ বাজার, কমিউনিটি রেডিও, এস এম

এস এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে তথ্য বিতরন করা এবং এগুলো এমন স্থানে স্থাপন করা যেখানে নারীরা সহজেই তথ্য পেতে পারে

- নারীর নিকট কার্যকরীভাবে তথ্য প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং সেগুলোতে সহায়তা প্রদান করা
- তথ্য প্রদানকারী নারী যেমন ইনফো লেডী/তথ্য আপা এবং এরকম অন্যান্য উপায়ে দ্বার-গোড়ায় পৌছানো সেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চেষ্টাকে প্রেরণা দেওয়া
- ওয়েব সাইটগুলো হালনাগাদ করা এবং নিশ্চিত করা যেন তথ্যগুলো সমসাময়িক এবং সহজপ্রাপ্য হয়
- দ্বার-গোড়ায় তথ্য পৌছানো, এবং
- তথ্য বিতরনের জন্য অন্যান্য আরো উপায় যেমন শিক্ষক, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বিশেষভাবে নারী প্রতিনিধিগণকে চিহ্নিত করা।

৫. নারী আবেদনকারীদের সহযোগিতা করার জন্য বিদ্যমান তথ্য হেল্পলাইনগুলো সম্প্রসারণ করা যেন তারা নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল সেবা প্রদান করতে পারে।

<u>নাগরিক সমাজ</u>

১. নারীর তথ্য অধিকার, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, এবং অন্যান্য অধিকার প্রসার এবং সংরক্ষণে তথ্যের গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নিম্নোক্ত এবং অন্যান্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে:

- মুখোমুখি আলোচনা/উঠান বৈঠক
- সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির কর্মশালা/দলীয় সভা
- তথ্য অধিকারকে জনপ্রিয় করার জন্য সর্বজন সমাদৃত মাধ্যম যেমন কার্টুন, নাটক, পুতুল নাটক, চলচিত্রের ব্যবহার করা
- গতানুগতিক গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম এবং কমিউনিটি রেডিও ইত্যাদির ব্যবহার, যেমন "তথ্য অধিকার দিবস পালন"
- প্রচারাভিযান এবং এ্যাডভোকেসী
- তথ্য এবং শিক্ষামুলক উপকরন তৈরি করা যেমন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, পোষ্টার, দেয়াল চিত্র, পথ নাটক ইত্যাদি, এবং
- ছাত্রদের সাহায্যে ব্রিগেড তৈরি করা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং/বা বিদ্যালয়ে তথ্য কাউন্সিল গঠন করা।

২. নারীর কাছে তথ্য অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য মাধ্যমকারীদের ভূমিকা আরো প্রসারিত করা। তথ্য মাধ্যমকারী - যেমন স্বেচ্ছাসেবক - জনগণকে তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে পারে, তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদেরকে সাহায্য এবং দিক নির্দেশনা দিতে পারে। তারা সরকারি সকল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিতরন করতে পারে যেন নারীর কাছে তথ্য সঠিকভাবে পৌঁছায়।

৩. তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, নারীদেরকে তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে এবং তথ্য চাওয়ার আবেদনে সাহায্য প্রদান করে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করানো যেতে পারে।

৪. কমিউনিটির বিভিন্ন অংশীদারদের সমণ্বয়ে গঠিত কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, কমিনিটি লীডার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, পেশাজীবি সংগঠনের মাধ্যমে একটি অংশীদারী দল গঠন করা যেতে পারে, যাদের কাজ হবে:

- নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠা করা
- নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রসারের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা
- নীতিমালা পরিবর্তনে এ্যাডভোকেসী করা
- নারীর নিকট তথ্য আরো কার্যকরীভাবে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কর্মকান্ডগুলো এবং এর প্রভাব পরীক্ষণ

যৌথভাবে

১. বিভিন্ন অংশীদারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে যারা নিম্নোক্ত কার্যাবলীসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজ করবে:

- এ সংক্রান্ত কার্যাবলী তদারকি করবে
- নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করবে
- নিজেদের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতা এবং ভালো চর্চাসমূহ আলোচনা করবে
- তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রনোদণা প্রদান করবে
- অগ্রগতি পর্যবেক্ষন ও নিয়মিত মূল্যায়ন করবে

২. নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত এবং মনোভাব পরিবর্তন করার লক্ষ্যে তারা সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করবে। এজন্য তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগন যেমন নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়ার্ডের নারী প্রতিনিধিসহ অন্যান্য নারী প্রতিনিধি, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন ইমাম, ধর্মযাজক এবং পরিবারের সদস্যদেরকে অর্ন্তভূক্ত করতে পারে।

৩. তথ্য অধিকার দিবস ও নারী দিবসে নারী এবং তথ্য অধিকার বিষয়টিকে যুক্ত করা

৪. তথ্য অধিকার আইনের পূর্ণ ও কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা যৌথভাবে এ্যাডভোকেসী করবে যার মাধ্যমে নারীসহ সকল নাগরিক তথ্য অধিকার চর্চায় সহযোগিতা পাবে।

তথ্য অধিকার ও নারী শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহনকারীগণ বাংলাদেশের সকল জনগন যেন একটি সম তথ্য অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। আলোচনার সভার মতামতগুলো বাংলাদেশের নারীদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে এবং বাংলাদেশের নারীদের তথ্য অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে টেকসই কর্ম-পরিকল্পনার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

ঢাকা, বাংলাদেশ

৩০ মে, ২০১৬

A young woman weaves a white sari with her brother. ***Photo: KarimPhoto / Shutterstock.com***

ENDNOTES

[1] See: https://asiafoundation.org/resources/pdfs/CitizensAccesstoInformationinSouthAsia.pdf; https://www.article19.org/resources.php/resource/38129/en/country-report:-the-right-to-information-in-bangladesh.

[2] See: Carter Center Access to Information Implementation Assessment Tool: Selected Agencies in Bangladesh, www.cartercenter.org/accesstoinformation.html.

[3] Only 24 of the 56 percent of government officials self-identified as such during interviews. Many categorized themselves as "other" and gave their title but either held elected or appointed local government positions. For the purposes of the breakout above, The Carter Center has placed them in the category of government officials based on their title. This percentage is potentially even higher.

THE CARTER CENTER ATTEMPTED TO MITIGATE IMPACTS OF VARIATIONS IN THE APPLICATION OF THE METHODOLOGY WHEN POSSIBLE.

For additional information, contact:

Laura Neuman
Director
Global Access to Information Program
The Carter Center
One Copenhill
453 Freedom Parkway
Atlanta, GA 30307
Phone: +1-404-420-5146
Email: laura.neuman@cartercenter.org

www.cartercenter.org/accesstoinformation

THE
CARTER CENTER

COVER PHOTO: A woman rears cows at Inani, Cox's Bazar. ***Photo: Golam Rahman***